দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 19 NOV 1992

34

শিক্ষাঙ্গন

বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

কলেজ জীবন শেষ করে ভর্তি হলাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে। কিন্তু হতাশ হলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এ বিভাগটির শিক্ষাদান পদ্ধতি দেখে। দেখলাম এখানে আরবী বিভাগের শিক্ষকগণ আরবী সাহিত্যের দৃষ্টিভংগী নিয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে শিক্ষাদান করছেন। মাঝে মাঝে ক্লাসে প্রশ্ন উঠেছে, "আমরা শুধু অনুবাদ পড়তে চাই না, আমরা চাই কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে"। উত্তর এসেছে, "যারা ক্লাসে বা বাইরে এ সকল প্রশ্ন তুলবে পরীক্ষার সময় তাদেরকে দেখে নেয়া হবে"।

কোর্স পদ্ধতির পরীক্ষা ব্যবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট সংখ্যক কোর্স সমাপ্ত করতে হয়। শিক্ষকদের যিনি যে কোর্স পড়ান তিনিই হন সে কোর্সের প্রশ্নকর্তা এবং পরীক্ষক। ফলে সমূহ ক্ষতির আশংকা এড়াবার উদ্দেশ্যে ইসলামিক স্টাডিজের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আরবীর শিক্ষকদের ক্লাসগুলোতে পালন করতে হয়েছে নীরব দর্শকের ভূমিকা। এভাবে শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে প্রায় শতাশার মাঝে কেটেছে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের মূল্যবান বৎসরগুলো। বঞ্চিত হয়েছি আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্থক প্রশিক্ষণ থেকে। দেশের শত শত ছাত্র-ছাত্রী ইসলামিক স্টাজিডের নামে ভর্তি করে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এ ধরনের বিভ্রান্তিকর অবস্থা সৃষ্টি করে রাখার অধিকার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আছে কিনা তা আমাদের জানা নেই।

বিভাগীয় ছাত্র-ছাত্রীরা ইতিমধ্যে পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগকে পৃথক করার দাবী জানিয়েছে। যৌথ বিভাগে তাদের সমস্যাগুলোর প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এ বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে বর্তমান ছাত্রদের এ ন্যায়সংগত দাবীর সাথে আমরা একমত পোষণ করছি। তার সাথে বিগত অভিজ্ঞতার আলোকে এ কথাটিও বলতে হচ্ছে যে, ক্ষুদ্র স্বার্থের মোহে বর্তমান আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধিকাংশ শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রীদের এ কল্যাণকর দাবী স্বাভাবিকভাবে বাস্তবায়িত হোক এতে তারা নারাজ। প্রশাসনিক নির্দেশের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষকেই এ দু'টি বিভাগ পৃথক করে দিতে হবে। কারণ নীতিগতভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের যথার্থ শিক্ষা এবং বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ লাভের সুব্যবস্থা করা তাঁদেরই দায়িত্ব। আমাদের মতে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে শিক্ষার সুষ্ঠ পরিবেশ বজায় রাখার খাতিরে অনতিবিলম্বে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগকে পৃথক করার বিষয়টি আর বিলম্ব করা মোটেই সমীচীন হবে না।

—নূরুল ইসলাম, কায়কোবাদ।